Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IV Issue : III, 15th June, 2015 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২, বার্ষিক মূল্য-১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

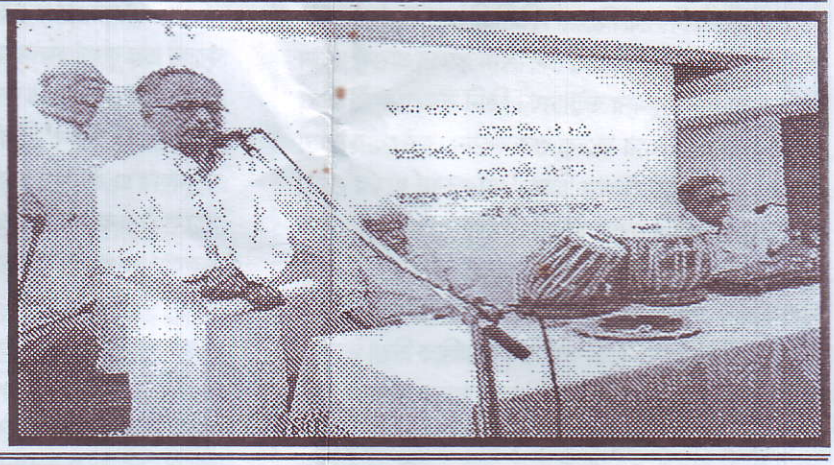

জন্ম - ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬
মৃত্যু - ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩

গত ২৫শে বৈশাখ সংস্থায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতে বক্তব্য রাখছেন শ্রী জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন সহ সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র

নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নজরুল ইসলাম, কাজী (বঙ্গাব্দ, ১৩০৬) জন্ম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতা - কাজী ফকির আহমেদ। মা- জাহেদা খাতুন। কবি, গীতিকার, গায়ক, সুরকার। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বড়ো হন। বাল্যশিক্ষা - মক্তবে। বাল্যে লেটোর দলের গান বাঁধতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ১৯২২ এ প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'। স্বাদেশিকতা প্রচারের অপরাধে ব্রিটিশ সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন এবং রাজদ্রোহের জন্য নজরুল সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হন। কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার প্রায় পাঁচ বছর পরে কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজ পান। প্রথমে গানের ট্রেনার ও পরে কম্পোজার হন। ১৯৪২-এ পক্ষাঘাতে বোধশক্তিহীন হয়ে যান। ১৯৭২এ মুজিবর রহমান তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যান। তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় এবং ১৯৭৫এ শহিদ দিবসে একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মৃত্যুর পর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দেহ সমাধিস্ত হয়।

২৫শে বৈশাখ ১৪২২ (৯ই মে ২০১৫) শনিবার অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিবরণ।

রিপোর্টার - শ্রী স্নেহাংশু চাকদার

২৫শে বৈশাখ ১৪২২ (৯ই মে, ২০১৫) শনিবার বিকাল ৫.৩০মিনিটে সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে শ্রীমতি রীনা পাল ও শ্রীমতি অন্বেষা পালের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন আমাদের সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য। তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আজ ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের

১৫৫তম জন্মদিন। প্রতি বছরই এই দিনটি সংস্থার পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে সাহিত্য ও কবিতা রচনা করে গেছেন। বাঙালীর জাতীয়তাবোধ বিকাশে তাঁর অবদানের কথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রার্থনা করেননি। সব সময় দাবী করেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন এ, কে, ঘোষ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রী জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য। তিনি সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। বক্তব্যের বিষয় 'রবীন্দ্রনাথের গানে ঈশ্বর চিন্তা।' ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ভারতবর্ষ আদর্শের দেশ। ভারতবর্ষ মূল্যবোধের দেশ। যুগে যুগে নানা ধর্মীয় মতবাদ, ধর্মীয় আদর্শ - এ দেশের ধর্মীয় ভাবধারাকে প্রভাবিত করেছে। এই দেশের মাটিতে বহু মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা, এ দেশের তথা পৃথিবীর বহু মানুষকে মানব কল্যাণে ব্রতী করেছেন। কারণ আধ্যাত্মবাদের মূল কথাই তো হল মানুষ। প্রত্যেক ধর্মেরই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের চিন্তা ভাবনার উপর এবং মানুষ ছাড়া ধর্ম চলতে পারে না। বর্তমান সমাজে কিছু কট্টর প্রগতিবাদী আছেন, যাঁরা মূল্যবোধ এবং ধর্মকে একাকার করে দিয়েছেন। তাঁদের মতে মূল্যবোধ মানেই ধর্ম, আবার ধর্ম মানেই বিষ। বিশেষ করে ভারতীয় সমাজে এই ধরনের চিন্তা অবান্তর এবং বালখিল্য সুলভ। কারণ ভারতের মানুষের কাছে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে অর্ন্তনিহিত। এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই প্রত্যেক ভারতীয় তা তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, ঈশ্বর সৃষ্ট সমস্ত পদার্থকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। এটাও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে যিনিই সৃষ্টি করে থাকুন, তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। তাই জীবন শান্তিতে কাটাতে হলে, এই শ্রেষ্ঠ মানুষকে ভালবাসতে হবে, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হবে, এবং প্রয়োজনে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

জীবনের পরিপূর্ণতার সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্পদের মধ্যে অমূল্য হচ্ছে এই মাটিতে সৃষ্ট আধ্যাত্মবাদ। এই আধ্যাত্মবাদের দেশ ভারতবর্ষে যুগে যুগে যত মনীষী একের পর এক এসেছেন, তাঁরা কেউই ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মবাদের তত্ত্বের বাইরে যেতে পারেন নি, যেতে পারেন নি অতি সাম্প্রতিক কালে আসা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। রবীন্দ্রনাথের গানে ঈশ্বর চিন্তার বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। শ্রী দীপেশ মিত্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথমপর্ব সমাপ্ত হয়।

তার পর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডাঃ কৃষ্ণা হালদার ও শ্রী গৌতম ধর। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন শ্রীমতি করবী লাহিড়ী। আবৃত্তির পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি অন্বেষা পাল, শ্রীমতি বন্যা মজুমদার ও শ্রী জয়ন্ত ব্যানার্জী। সমস্ত অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগীতা করেন শ্রী তিলক রায়চৌধুরী। শ্রী সনৎ লাহিড়ীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অরুণা শানবাগ চলে গেলেন-অশোক রঞ্জন ধর

বিগত প্রায় ৪৩ বছর ধরে প্রতিদিন তিলে তিলে মৃত্যু ভোগ করে শ্রীমতী অরুণা শানবাগ অবশেষে গত ১৮ই মে, ২০১৫ নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

অরুণা রামচন্দ্র শানবাগ। মুম্বাইয়ের কে. ই. এম. হাসপাতালের একজন নার্স। ১৯৭৩ সালের ২৭শে নভেম্বর রাতে কাজের শেষে বাড়ী যাওয়ার জন্য পোষাক পাল্টাচ্ছিলেন। সেই সময় হাসপাতালের একজন অস্থায়ী জমাদার, সোহনলাল বাল্মীকি গলায় কুকুর বাঁধার শেকল পেচিয়ে তাঁর উপর অত্যাচার চালায়। ১১ ঘন্টা এই অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। পর দিন যখন তাঁকে পাওয়া যায় ও চিকিৎসা আরম্ভ হয়, ততক্ষণে তার মস্তিষ্কে ও স্পাইনাল কর্ডে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকেই তাঁর মস্তিষ্ক আংশিক বিকল, বাক ও দৃষ্টিশক্তিও চলে যায়। তিনি কোমায় চলে যান। তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর। সেই সময় থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই হাসপাতালেই তিনি জীবন্মৃত্যু অবস্থায় ছিলেন। বেঁচে থাকলে ১লা জুন ২০১৫, তাঁর বয়স হত ৬৮ বছর।

পিঙ্কি ভিরানী নামে একজন লেখিকা ও সমাজকর্মী নিজেকে অরুণার বন্ধু পরিচয়ে তাঁর নিষ্কৃতি মৃত্যুর

জন্য ২০০৯ সালে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। অরুণার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সবদিক খতিয়ে দেখে সুপ্রীম কোর্ট পিঙ্কি ভিরানীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ৭/৩/২০১১ এর রায়ে। তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে Passive Euthanasia তে সায় দিয়েছেন মাননীয় বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কার্টজু এবং জ্ঞানসুধা মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ এবং সে ক্ষেত্রে তাঁরা কিছু নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন। যেমন (১) রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, না থাকলে, বন্ধু স্থানীয় কোন ব্যক্তি বা কোন সংস্থা, বা চিকিৎসারত ডাক্তাররা হাই কোর্টে আবেদন করতে পারবেন। (২) আবেদন পাওয়ার পর প্রধান বিচারপতি কমপক্ষে দু'জন বিচারপতিকে নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করবেন। পরামর্শ দানের জন্য বেঞ্চ তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে (Neorologist, Psychiatrist, Physician) নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। (৩) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে জানাতে পারবে না হাইকোর্ট। এই বিষয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজন এবং চিকিৎসক কমিটির মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বিষয়ে দেরি হলে রোগী এবং তার আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ট ব্যক্তিগণ মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে পারেন। (৪) সংসদে এই বিষয়ে কোন আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত নিষ্কৃতি-মৃত্যু বিষয়ে এই পদ্ধতি কার্যকরী থাকবে। (৫) এই প্রসঙ্গে আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় যে শাস্তির বিধান রয়েছে তা বাতিল করার প্রস্তাব দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। (৬) মুম্বাইয়ের কে.ই.এম. হাসপাতাল প্রয়োজনে অরুণা শানবাগের পরোক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যুর জন্য বোম্বে হাইকোর্টের বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারে। প্রত্যক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যু এবং ডাক্তারী সহায়তায় আত্মহত্যা ভারতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানাই। সোহনলাল ধরা পড়ার পর সাত বছরের সাজা খেটেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সেই সময় তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের বদলে খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

প্রায় ৪৩ বছর হাসপাতালের একটি শয্যায় কোমাচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে তাঁর এই স্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের ২টি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে যথা (১) নিষ্কৃতি - মৃত্যু নিয়ে একটি সহজ সরল আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন কি আশু প্রয়োজন নয়? (২) সোহনলালের (বর্তমানে তার বয়স ৭০ বৎসর) কি ধর্ষণের দায়ে দ্বিতীয়বার বিচার প্রয়োজন? আসুন, আমরা সবাই অরুণা শানবাগের আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরম্পরা - রমাপ্রসন্ন দত্ত

রবিন বাবাকে আজ বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি করে এল। মা গত বছর মারা যাবার পর অমলবাবু খুব মনমরা হয়ে থাকতেন। ওনার যেন আর কিছু ভাল লাগত না। সরকারী চাকুরি করতেন, অনেক কষ্টে একটা ছোট বাড়ী করেছিলেন। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। অবসর নেবার পর ছেলের মনোনীত পাত্রীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন। বৌমা সুমিত্রার এই ছোট বাড়ীতে একটুও ভাল লাগেনি। বার বার রবিনকে বলত এত ছোট বাড়ীতে থাকা যায় না। তারপর এত পুরান বাড়ী। পরামর্শ দিয়েছে বাবা মাকে বলে এই বাড়ী বিক্রি করে একটা ফ্ল্যাট কিনতে। বাবা অবশ্য এই প্রস্তাবে একেবারেই রাজি নন। শেষে মায়ের শরণাগত হয়ে বাবাকে রাজি করায় রবিন। বাড়ী বিক্রি হয়ে যায়। নূতন ফ্ল্যাট কেনা ও সাজাতে অনেক টাকা খরচ হয়। বাড়ী বিক্রির সময় ছেলে বৌমা বলেছিল ফ্ল্যাট কেনার পর অনেক টাকা হাতে থাকবে তা জমা রেখে মাসে কিছু আয় হবে। তা অবশ্য হয়নি। অতি আধুনিক করে ঘর সাজাতে অনেক খরচ হল। সুমিত্রা ও ছেলে মিলে সব মনের মত করল। কিন্তু বাবা মা দুজনেই বললেন তাদের ঘরটিতে থাকবে পুরান সাবেকি জিনিসপত্র। গররাজি হয়েও সবাই তা মেনে নিল। মার ইচ্ছা ছিল এই নূতন আবাস ছেলের নামে হোক। কিন্তু অমল বাবুর ইচ্ছা এটি হবে নাতির নামে, সেই মত করা হল। আবাসনে দুটি শোবার ও একটি বসার ঘর।

স্ত্রী কমলা নাতিকে নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকেন, তার সাথে আছে সংসারের নানা কাজ। অমলবাবু দোকান-বাজার, ইলেকট্রিক, ফোন ও ট্যাক্সের বিল দেওয়া, ছেলে ও নিজের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। যে পেনশন পান তার পুরাটাই সংসারের খরচে ব্যয় করেন। ওর খুব বেড়াবার শখ ছিল কিন্তু দীঘা, পুরী, ছাড়া কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। অবসার নিয়ে কত ঘোরার ইচ্ছা ছিল। বিকালে পার্কে প্রবীণদের সাথে গল্প করে সময় কাটে। পায়ের ব্যথায় ঘোরাফেরা করতে কষ্ট হয়। কমলা সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে খুবই ব্যস্ত। বৌমা পাড়ার একটা- ছোটদের স্কুলে কাজ নিয়েছে। ওর সময় নেই। সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে বয়েছেন যে

মানুষটি তার যে দিন শেষ হয়ে আসছে কেহই বোঝেনি। আগের মতই টেনে চলেছেন সব। কমলার হঠাৎ একদিন সকালে বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, তারপর ডাক্তারবাবু আসার আগেই চলে গেলেন।

নাতির পড়া ও থাকার ঘর হল দাদুর কাছে। একদিন দাদুকে অবাক করে নাতি প্রশ্ন করে, কবে তুমি মারা যাবে দাদু; তাহলে এই ঘরটা আমার হবে। অবশ্য সুমিত্রা মাঝে মাঝে বলত ওনাকে বৃদ্ধাবাসে রাখলেই ভাল। সমবয়সী মানুষদের সাথে ভাল থাকবেন। আর ছেলেটা তো বড় হচ্ছে ওর পড়া ও থাকার একটা আলাদা ঘর দরকার।

পার হয়ে গেল অনেক কটা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত ছেলে বৌমা পি.এইচ. ডি. করে নিউইয়র্কে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে। অমল তার পুরাণ ডায়েরির পাতা উল্টে চলেছে যেখানে তার বাবার বৃদ্ধাবাসের কথা লেখা আছে। দুচোখে জল ভরে আসে। তার বয়স এখন পচাত্তর, সুমিত্রা চলে গিয়েছে পাঁচ বছর আগে। যে ঘরে বাবা কাটিয়ে গিয়েছেন শেষ দিনকটি সেখানে জানালার ধারে সেই চৌকিতে সে বিশ্রাম করছে বাকি কটা দিন কাটিয়ে যেতে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যবৃন্দকে জানানো হচ্ছে যে ২০১৫-১৬ সালের জন্য সদস্যপদ পুণঃনবীকরণ ১লা এপ্রিল ২০১৫ থেকে শুরু হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে সংস্থার কার্যালয়ে ১০ টাকা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণ করুন এবং প্রবীণবার্তার জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হউন। আগামী ২৯শে জুলাই,১৫ বিকাল ৫টায় সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

ধন্যবাদান্তে —
পেলব মুখার্জী
সভাপতি

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, প্রচন্ড গরমে পরিবার - পরিজন সহ ভালো আছেন তো? সূর্য্যদেব অগ্নিবর্ষণ করেই চলেছেন। গত মে মাসে গড় উচ্চতাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৫৫.৬ ডিগ্রী। এই উচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতার জন্যই গরমটা এত অস্বস্তিকর। সাবধানে থাকবেন। অসুস্থতার কারণ ঘটলে আমাদের যে কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

ইতিমধ্যে সুলেখিকা শ্রীমতী সুচিত্রা ভট্টাচার্য্য এবং সত্যজিৎ-জায়া শ্রীমতী বিজয়া রায় প্রয়াত হয়েছেন। এঁদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

যাকে ঘিরে ভারতে নিষ্কৃতি মৃত্যু (Euthanasia) নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং সুপ্রীমকোর্ট এই বিষয়ে (পরোক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যু) আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত কিছু নির্দেশ অনুসরণ করার কথা বলেছিলেন - সেই অরুণা রামচন্দ্র শানবাগ (৬৮বৎ) গত ১৮ই মে প্রায় ৪৩ বছর কোমাচ্ছন্ন থেকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ের কে.ই.এস হাসপাতালে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেন। শেষ হয় তাঁর বেঁচে মরে থাকার যন্ত্রণা। আসুন বন্ধুরা, তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আমরা সবাই প্রার্থনা করি।

১৫ই জুন বিশ্ব প্রবীন হেনস্থা প্রতিরোধ দিবস, সারা জীবন তো বাঁচার জন্য লড়াই করেছেন। এমনও কোন অন্যায় হেনস্থা সহ্য করবেন না - প্রতিবাদ করবেন, প্রতিরোধ করবেন।

মনে রাখবেন, আগামী ২৯শে জুলাই আমাদের সংস্থার দশম বার্ষিক সাধারণ সভা। যদি সদস্যপদ ইতিমধ্যে নবীকরণ না করিয়ে থাকেন তবে তা অবশ্য করিয়ে নেবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। ভাল থাকুন, প্রতিদিন ভাল থাকুন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in